যুগান্তর

তারিখ 18 AUG 2009
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

কুলাউড়ায় উপবৃত্তির টাকা হরিলুট

কুলাউড়া প্রতিনিধি

কুলাউড়া উপজেলায় উপবৃত্তির টাকা নিয়ে হরিলুট চলছে। শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর জাল করে মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের দু'কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্মকর্তাদের যোগসাজশে আত্মসাৎ করা হয় উপবৃত্তির টাকা। এ ব্যাপারে একটি লিখিত অভিযোগ ইউএনও বরাবরে দেয়া হয়েছে। অনুলিপি দেয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট দফতরে। কুলাউড়া উপজেলায় মোট ৫৩টি উচ্চ বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় উপবৃত্তি দেয়া হয়। এর মধ্যে ৩৭টি উচ্চ বিদ্যালয় এবং ১৬টি মাদ্রাসা। এসব প্রতিষ্ঠানে উপবৃত্তির টাকা বিতরণে ব্যাপক অনিয়মের তথ্য পাওয়া গেছে। বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা কুলাউড়ায় যোগদানের পর থেকে চলছে ব্যাপক অনিয়ম। বিশেষ করে গত উপবৃত্তির অর্থ বিতরণে হয়েছে পুকুরচুরি। ফলে বিষয়টি সহজে ধরা পড়ে। কুলাউড়া উপজেলাধীন ৫টি অগ্রণী ব্যাংক শাখার মাধ্যমে এই উপবৃত্তির টাকা বিতরণ করা হয়। কুলাউড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে দুই প্রধান শিক্ষকের দেয়া লিখিত অভিযোগে ৫টি ব্যাংকের শাখার মধ্যে ২টি শাখার চিত্র তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে অগ্রণী ব্যাংক কুলাউড়া শাখার অনকূলে ৩০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসিএফভুক্ত সিএটি-১ এ ২ হাজার ৮৭৫ জন শিক্ষার্থীর জন্য উপবৃত্তির টাকা আসে ২৭ লাখ ৭৮ হাজার ৮১০ টাকা এর মধ্যে ২ হাজার ৮৬৭ জন শিক্ষার্থীর মাঝে ২৭ লাখ ৭০ হাজার ৭৭০ টাকা বিতরণ করা হয়। মাত্র ৮ জন শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি বিতরণ না করায় ৮ হাজার ৪০ টাকা ফেরত দেয়া হয়। অথচ এই ব্যাংকের আওতাধীন দিলদারপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ১৯ জন ছাত্রছাত্রী উপবৃত্তির টাকা উত্তোলন করেনি বলে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বাক্ষরিত এক প্রতিবেদনে জানা যায়। এর মধ্যে ৮ জন স্বরেপড়া। এছাড়া একই ব্যাংকের আওতাধীন নবীন চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪ জন, মাহতাব ছায়েরা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৯ জন, ভাটেরা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের ৬ জন উপবৃত্তি পায়নি। শিক্ষকদ্বয়ের লিখিত অভিযোগে আরও উল্লেখ করা হয়, রবিরবাজার শাখায় ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১ হাজার ১৩২ জন শিক্ষার্থীর জন্য ১০ লাখ ৩০ হাজার ৯৫০ টাকা বরাদ্দ আসে। এর মধ্যে বিতরণ করা হয় ১ হাজার ১২৯ জনকে ১০ লাখ ২৮ হাজার ৪৩০ টাকা। মাত্র ৩ জন শিক্ষার্থীর ২ হাজার ৫২০ টাকা ফেরত দেয়া হয়। অথচ ব্যাংকের আওতাধীন আলী আমজদ উচ্চ বিদ্যালয়ের ৩ জন শিক্ষার্থী উপবৃত্তি নেয়নি। দুটি ব্যাংকের আওতায় ৮ জন এবং ৩ জন মোট ১১ জন শিক্ষার্থীর টাকা ফেরৎ পাঠানো হয়। অথচ এই ৫৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে খোঁজ নিয়ে ৬২ জন ছাত্রছাত্রী উপবৃত্তি পায়নি বলে জানা যায়। শিক্ষকদ্বয়ের অভিযোগ থেকে আরও জানা যায়, ৫৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দু'শতাধিক শিক্ষার্থী উপবৃত্তি পায়নি। আর এসব শিক্ষার্থীর উপবৃত্তির দুই লক্ষাধিক টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। জানা যায়, এ অপকর্মের সঙ্গে জড়িত মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা রতন কুমার সাহা, সহকারী মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জাহিদুর রহমান এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্মকর্তারা। এই চক্রটি শিক্ষার্থীদের চেকে স্বাক্ষর জাল করে অত্যন্ত কৌশলে টাকা আত্মসাৎ করে। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা রতন কুমার সাহা ২০০৬ সালের ৬ নভেম্বর কুলাউড়ায় যোগদানের পর থেকে ৫ বার উপবৃত্তি প্রদান করা হয়। এতে ১০ লক্ষাধিক টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে বলে শিক্ষকরা জানান। এর আগে এ ধরনের দুর্নীতি হলেও তা প্রমাণ করা মুশকিল ছিল। কিন্তু সর্বশেষ উপবৃত্তি প্রদানের পর তা ধরা পড়ে। ব্যাংকে তদন্ত করলে বিষয়টি প্রমাণিত হবে বলে অভিযোগকারী শিক্ষকরা দাবি করেন। এদিকে মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা রতন কুমার সাহা কুলাউড়ায় যোগদানের পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক বহুমুখী ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীদের পরিচয়পত্র নিয়ে বাণিজ্য। টেস্ট পরীক্ষা এবং বার্ষিক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র সরবরাহ বাণিজ্য। অভিভাবক কমিটি গঠন প্রক্রিয়ায় জটিলতা সৃষ্টি করে অর্থ বাণিজ্য। বিভিন্ন উচ্চ বিদ্যালয়ে সৃষ্টি করে সুবিধা আদায়। এছাড়া তার ভুয়া দাফতরিক বিল একাধিকবার হিসাব রক্ষণ অফিস থেকে ফেরত দেয়া হয়। এ ব্যাপারে অভিযুক্ত মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা রতন কুমার সাহার সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জানান, শিক্ষকদের অভিযোগ অনেকটা বিরোধিতার কারণে বিরোধিতা। ঢালাওভাবে এ ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। উপবৃত্তির টাকা আত্মসাৎ হলে প্রথমে অভিযুক্ত হবেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক, তারপর ব্যাংক কর্মকর্তা এবং সবশেষে আমি (মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা)। কিন্তু আমাকে শুধু অভিযুক্ত করার কারণ বুঝতে পারছি না। এ ব্যাপারে কুলাউড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এজেডএম নূরুল হকের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি মৌলভীবাজারে জেলার সমন্বয় সভায় থাকার কারণে তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা কুলাউড়ায় যোগদানের পর থেকে চলছে ব্যাপক অনিয়ম